(1)

1.) সম্প্রদায় বলতে কী বোঝায়? সম্প্রদায়ের ভিত্তি কী? সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘের পার্থক্য কোথায়? কোন অর্থে কী সম্প্রদায় বলা যায়? আলোচনা কর,

⇒ সম্প্রদায় — সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, যখন কোনো একটি জনসমষ্টি তাদের সংঘবদ্ধ জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে একত্রে বসবাস করে তখন সমাজতত্ত্বে ঐ জনগণকে সম্প্রদায় বলে, ম্যাকাইভার সম্প্রদায়ের সংজ্ঞায় বলেছেন, "যখন আমরা বড় বা ছোট কোনো একটি গোষ্ঠীর সদস্যরা যখন নির্দিষ্ট একটি বা কয়েকটি স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত না হয়ে সংঘবদ্ধ জীবনের মৌলিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, তখন ঐ একটি গোষ্ঠীকে সম্প্রদায় বলা হয়। সম্প্রদায়ের নমুনা হিসেবে ম্যাকাইভার বলেছেন, মানুষের সমগ্র জীবনটাই সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিবাহিত হতে পারে, যা অন্য কোনো সংঘ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভব হয় না।

সম্প্রদায়ের ভিত্তি — ম্যাকাইভার সম্প্রদায়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির উল্লেখ করেছেন। যথা—

i.) স্থান বা অঞ্চল এবং

ii.) সম্প্রদায়গত মনোভাব.

i.) আঞ্চলিক ভিত্তি (Locality) — যে কোনো সম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস করে এবং এই আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি করে, যেমন যাযাবর জনগোষ্ঠী যদি কোনো দেশের

বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোক বসবাস করে থাকলে তারা এক জাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও আঞ্চলিক ভিত্তির অভাবের জন্য তাদের সম্প্রদায় বলা যাবে না। আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের এক অপরিহার্য উপাদান।

সম্প্রদায়ের সংহতি রক্ষার জন্য আঞ্চলিক ভিত্তির গুরুত্বকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। আঞ্চলিক ভিত্তি যত বেশী সুনির্দিষ্ট হয় সম্প্রদায়ের সংহতি তত বেশী বৃদ্ধি পায়।

ii) সম্প্রদায়গত মনোভাব (Community Sentiment)

"সম্প্রদায়গত জীবন" বলতে বোঝায় একত্র লোকগুলির একই রকমের জীবনধারা, সকলের জীবন ধারা সম্পর্কে স্বার্থ বা চেতনায় থেকে সম্প্রদায়গত মনোভাব, যা না থাকলে সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না। এক স্থানে লোকেরা বসবাস করলেও, সম্প্রদায়গত মনোভাব না থাকলে সম্প্রদায় গড়ে উঠে না। কোন নির্বাচন এলাকায় নির্বাচন প্রার্থী ও ভোটদাতারা একত্র লোকজন বসবাস করলেও উক্ত নির্বাচন এলাকাকে সম্প্রদায় বলা যাবে না, কারণ, আঞ্চলিক ভিত্তি সম্প্রদায়ের অপরিহার্য উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয়, একত্র সংহতি এবং একত্র সমাজে বসবাসের সম্বন্ধে সচেতনতা অর্থাৎ সম্প্রদায়গত মনোভাবেরও প্রয়োজন হয়।

সম্প্রদায়গত মনোভাবের আবার তিনটি উপাদান আছে। যথা —

i.) আমরা মনোভাব
ii.) নিজ ভূমিকা সম্পর্কে মনোভাব এবং
iii.) নির্ভরতা মনোভাব.

i.) একই অঞ্চলে বসবাসের ফলে সদস্যদের মধ্যে আমরা বোধ জাগ্রত হয়।

ii.) সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দিষ্ট স্থান — দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। এক প্রত্যেককেই তা পালন করতে হয়, পিতা — মাতা, ডাক্তার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি সকল প্রকার মানুষেরই নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে। এবং সকলে নিজ ভূমিকা সম্পর্কে বোধ থাকে,

iii.) সম্প্রদায়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে, এই প্রকার নির্ভরতা বোধ যত তীব্র হয় সম্প্রদায়ের সংহতি তত দৃঢ় হয়।

সংঘ ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য —

সমাজে যে সব জন গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে অন্যতম দুটি গোষ্ঠী হল সংঘ ও সম্প্রদায়। নিম্নে পার্থক্য গুলি উল্লেখ করা হল —

i.) সম্প্রদায়ের পরিধি অনেক ব্যাপক। এর মধ্যে অনেক সংঘ থাকতে পারে।

অপরদিকে পরিধিগত দিক দিয়ে সংঘ অনেক সংকীর্ণ। কেননা এটি

স্বীকৃত লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক প্রণালী গড়ে ওঠে।

২.) প্রতিষ্ঠানের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই, প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত ব্যক্তিরা এর মধ্যে তাদের ব্যক্তিসত্তার সন্ধান করে থাকে।

অপরদিকে সংঘের, সুনির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে। কোন সমিতির কিছু ঠিকানা পরিচালনা করার জন্য নির্বাচিত সংস্থা গড়ে ওঠে।

৩.) প্রতিষ্ঠান এর অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান গড়ে ওঠে। অনেকক্ষেত্রে বলা যায়, একটি সমিতি বা সুনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তাদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

অপরদিকে, সংঘে কোন নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান গড়ে ওঠে না। তবুও ও কেম কোন অনুষ্ঠান সেখানে গড়ে উঠতে পারে, উঠতে, আবার সমিতির কোন অনুষ্ঠান গড়ে না ও উঠতে পারে।

4.) প্রতিষ্ঠান স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠে, এর পিছনে থাকে একত্ববোধ। কোন কঠিন সংস্থা নয়, এটি আনুষ্ঠানিক সংস্থা বলেও এর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার প্রাধান্য রয়েছে।

অপরদিকে, সংঘ গঠিত হয় সচেতনভাবে ও যৌক্তিক, নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যক্তিরা সংঘটি তৈরি করে, তাই এটিকে কৃত্রিম না বলে আনুষ্ঠানিক সংস্থা বলা হয়।

5) সম্প্রদায় একটি স্বতঃস্ফূর্ত সংস্থা। তবে একটি জনগণের ইচ্ছার কোন ক্ষেত্রে নির্ভরশীল নয়।

অপরদিকে সংঘকে কোন বিশেষ স্বতঃস্ফূর্ত সংস্থা বলে অন্য কারা ভাবে না। কেননা সংঘটি মানুষের ইচ্ছার নির্ভরশীল হয়ে থাকে।

6) প্রত্যেকটি সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব রয়েছে সম্প্রদায়গত মনোভাব। এই মনোভাবটির অনুপস্থিতিতে কোন সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না।

সংঘের ক্ষেত্রে আমাদের বোধ ও ভাবনা অপরিহার্য বা আবশ্যিক নয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে আমরা এই বোধের পরিচয় দেখতে পাই।

7) একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। কেননা ব্যক্তি তার জন্মসূত্রে কোন সম্প্রদায়ের সদস্য বা সদস্যা হয়ে থাকে।

অপরদিকে কোন সংঘের সদস্য হওয়া একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। সংঘের সদস্য হওয়ায় কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

8) একজন ব্যক্তি তার সারা জীবন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কাটিয়ে দিতে পারে।

অপরদিকে, [illegible]

ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই সেক্ষেত্রে সংঘের ও সমিতি তাই একজন ব্যক্তির পক্ষে সারা জীবন কোনো সংঘের আলাদা হয়ে কাটানো সম্ভব নয়।

9.) প্রতিষ্ঠানের একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি আছে। এর ও সম্পত্তির মালিকানা কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন থাকে না, মানব জীবনের সাধারণ ও ব্যবহারের প্রাথমিক প্রয়োজন গুলি মেটানোর জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

অন্যদিকে সংঘ স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে, কেননা কতগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মানুষ সংঘ গড়ে তোলে এবং এই সব উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবার পর ঐ সংঘের অস্তিত্ব না ও থাকতে পারে।

10.) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার লিখিত কোন নিয়ম কানুন নেই, সমাজ নির্ধারিত ঐতিহ্য ও প্রথার অনুসরণ এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে সংঘের ক্ষেত্রে কতগুলি লিখিত নিয়ম কানুন আছে যা তার সদস্যদের মেনে চলতে হয়, এই কারণেই সংবিধান ও পরিচালনার দায়িত্ব থাকে সংঘের পরিচালক মণ্ডলীর হাতে।

সর্বশেষে প্রতিষ্ঠান হলো নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

অনেকের মতে চার্চ হলো একটি প্রতিষ্ঠান, কেননা প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি এখানে উপস্থিত থাকে,

— [illegible] এবং স্বাধীনতাকে মনে করেন, সমাজ অথবা রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট [illegible] এঁকে দেবে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এবং এই মানুষদের জীবন [illegible] থেকে তাদের মধ্যে [illegible] থাকলে, [illegible] [illegible] স্বাধীনতাকে [illegible] [illegible] [illegible] বলেছেন যা হচ্ছে স্বাধীনতা।

কিন্তু অনেকের মতে এটা কোন স্বাধীনতা নয়, কেননা এই ভাব [illegible] রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে এবং মানুষের জীবন যাপন করলেও তাদের মনে হচ্ছে কোনো [illegible] [illegible] [illegible] বিধিনিষেধ, এই নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছে মতো জীবন যাপন করতে পারে না। বলেছেন যা কোনো স্বাধীনতা নয়।

আবার [illegible] ও লক প্রমুখ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে একে যে স্বাধীনতা বলেছেন, এঁদের অভিমত হলো, মানুষেরা যখন মনে তাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত করতে পারে তখন তাকে স্বাধীনতা বলে [illegible] বলা যুক্তিযুক্ত।

— 0 —

[illegible] দে
(দর্শন বিভাগ)